তামাক ও তামাক জাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি হলে কমবে তামাক ব্যবহার- সচেতন মহল

তামাক নিয়ন্ত্রণে তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহার কমে আসবে বলে মন্তব্য করেন তামাক বিরোধী সংগঠনসহ বিভিন্ন এনজিও সংস্থা । তবে তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ প্রত্যাশী নীতি নির্ধারক ও জনপ্রতিনিধীরা তামাকজত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে আসলেও প্রতিবছর তামাক কোম্পানীগুলো তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে গ্রহন করে নানা কৌশল। তামাক ও তামাক দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি করা হলে তামাকের ব্যবহার কমবে এমন প্রত্যাশা সুধীমহলের।

বর্তমান সরকার ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যাবহার কমিয়ে আনতে সহজ ও শক্তিশালী একটি কর নীতি প্রণয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সে লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও আশ্রয় সমাজ কল্যাণ সংস্থা। তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহারের কুফল সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণাসহ সভা সেমিনার অব্যাহত রেখেছে। তবে তামাকজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে আইন রয়েছে তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমবে বলে জানান শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী মহিবুল ইসলাম। আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা বলেন, বিভিন্ন তামাক কোম্পনীর মিথ্যা তথ্রের কারনে শুল্ক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচেছ। শুল্ক বৃদ্ধি করা হলে এবং আইনের কিছুটা প্রয়োগ হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে আসবে।

গাংনীর মজনু মিয়া জানান, অনেক আগে সিগারেটের মুল্য কম থাকায় তিনি বেশি বেশি সিগারেট দ্বার ধুমপান করতেন, এখন সিগারেটের মুল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সিগারেট বা ধুমপান ছেড়ে দিয়েছেন। তবে তিনি আগের চেয়ে এখন অনেক প্রফুল্ল রয়েছেন।

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের হাবিব জানায়, তিনি অনেক আগে থেকেই ধুমপান করতেন। প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ২৫টি সিগারেট লাগতো। কিন্তুু

বর্তমানে সিগারেটের মৃল্যবৃদ্ধি হওয়ায় দু একটি সিগারেট হলেই চলে সারাাদিন।
রামদাসপুর গ্রামের কাউছার আলী জানান, তার মা অতিরিক্ত জর্দ্দ ও গুল সেবন করাই মুখ ও গালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। কয়েকমাস চিকিৎসা দিয়েও কাজ হয়নি । অবশেষে তাকে তার মা মুত্য বরণ করেন। তার পর থেকেই তাদের পরিবারটিকে তামাত ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যাবহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তবে তাদের দাবী তামাক দ্রব্যে কর বৃদ্ধি হলে তামাকের ব্যবহার কমবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বলেন, তামাক ব্যবহারের ফলে ফুসফুসে ক্যানসারসহ নানা রোগে মানুষ মারা যাচ্ছে, সেই সাথে শ্বাসকষ্টজনীত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। তামাকজাত দ্রব্যের আইন প্রয়োগ ও তামাকজাত দ্রব্যে কর বৃদ্ধি করা হলে ব্যবহার কমবে মানুষও সুস্থ্য থাকবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,যে সকল দোকালে তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণা করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সরকারি নীতি অনুযায়ী কোম্পানীর বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

জমে উঠেছে শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচন

নির্বাচন উপলক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। প্রচার-প্রচারণায় জমে উঠেছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। আগামী ১৬ জানুয়ারীর নির্বাচন ঘিরে প্রার্থীরা সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। ভোটারদের মন জয় করতে দিচ্ছেন নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

বর্তমান মেয়র ও আওয়ামীলীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। এছাড়া পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থীরাও নিজ নিজ এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে পৌর শহরজুড়ে

শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের পোস্টার। পোস্টারে ছেয়ে গেছে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ছাড়াও সকল অলিগলি।

নৌকা প্রতীকের মেয়র প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম বলেন, ২য় ধাপে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে আমাকে পৌরবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন। জনগণের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। নৌকায় ভোট দেবে বলে তাদের কাছ থেকে সেই প্রতিশ্রুতিও পাচ্ছি। আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

আমি নির্বাচিত হলে জনগণ যে দুর্দশায় আছে, তা ঘোচাতে চেষ্টা করবোস্বতন্ত্র ও জগ মার্কার প্রার্থী মোঃ তৈয়বুর রহমান খানকে পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় প্রচারণা চালাতে দেখা যায় তিনি বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি বিপুল ভোঠে বিজয়ী হব।

ধানের শীষের মেয়র প্রার্থী মো: খলিলুর রহমান নিরবে ভোট প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি দল মত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ যাতে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে এ ব্যাপারে নিরাপত্তাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেন ভাল থাকে সংশ্লিষ্টদের কাছে সেই প্রত্যাশা করেন।

জাতীয় পার্টি প্রার্থী আবু জাফরকেও ভোট প্রচার পচারণা কাজে ব্যস্ত দেখা যায়।

শৈলকুপা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে ৪ জন, ৯টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে ৩৬ জন ও সংরক্ষিত তিনটি মহিলা ওয়ার্ডে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ৯টি ওয়ার্ডের ১৫টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

এবারই প্রথম ইভিএম পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শৈলকুপা পৌরসভার নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে পৌরসভার সাধারণ ভোটারের সংখ্যা ২৮৬৩২। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৪ হাজার ১১৩। আর নারী ভোটার ১৪ হাজার ৫১৯ জন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. জুয়েল আহাম্মেদ বলেন, সকল প্রার্থীকে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে প্রচার-প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] (ИИИ) [redacted] [redacted] [redacted]

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ, বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদের সভাপতি প্রফেসর ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া ও অপরাজেয় বাংলার আহ্বায়ক এইচ রহমান মিলুসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পৃথিবীর বহু দেশে ভাস্কর্য রয়েছে। সেসব দেশে মুমিন মুসলমান আছে, আলেম সমাজ আছে। কিন্তু সেখানে ভাস্কর্য নিয়ে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। অথচ বাংলাদেশে এক শ্রেণির আলেম ভাস্কর্য নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাদের প্রতিহত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের এবং আমাদের সংবিধানের চার মৌলিক নীতি ভুলন্ঠিত হবে।

কালীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নে সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে হতদরিদ্র মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খানের বিরুদ্ধে।

২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর রাশেদুল ইসলামের যোগসাজসে চেয়ারম্যান হতদরিদ্র পরিবারগুলোর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা। ঘর না পেয়ে পরিবারগুলো টাকা ফেরত চাইতে গেলে উল্টো হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বরাবর অভিযোগ দিয়েছেন হতদরিদ্র ১৩ টি পরিবার।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ইউপি সদস্য রাশেদুল ইসলামের মাধ্যমে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন ওই ইউনিয়নের সাতগাছী গ্রামের তরিকুল ইসলাম, গোষ্টগোপাল, স্বপন, কিরন, মোস্তফা, বিকাশ, ধীরেন, শরিফুল, রাশেদা খাতুন, জীতেন, কুমারহাটি গ্রামের মতিয়ার, তেতলুবাড়ী গ্রামের বুদো ও রবিনের কাছ থেকে এক বছর আগে সরকারি জমি আছে ঘর নেই প্রকল্প’র ঘর দেওয়ার কথা বলে মোট ১ লাখ ৬৯ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

এখন ঘর দেওয়া তো দূরের কথা টাকাও ফেরত দিচ্ছে না। টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ভুক্তভোগী তরিকুল ইসলাম বলেন, এক বছর আগে ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা দাবী করে। আমি ঋণ নিয়ে ১৩ হাজার টাকা দিয়েছি। বছর পার হয়ে গেল, আজও আমার ঘর দেওয়ার নাম নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে আমাদের গালি-গালাজ করে চেয়ারম্যান। আমার ঘর দরকার নেই আমি টাকা ফেরত চাই।

ভুক্তভোগী গোষ্টগোপাল বলেন, আমি সহজ-সরল গরিব মানুষ। কর্ম করে খাই, আমার কোনো জমি নাই, বাবার যেটুকু আছে তাতেই কোনো মতে আছি। চেয়ারম্যান আয়ুব আর মেম্বর রাশেদুল সরকারি ঘর দেওয়ার কথা বলে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। ঘর না পেয়ে আমি আমার টাকা ফেরত চাইতে গেলে টাকা না দিয়ে উল্টো হুমকি দিচ্ছেন।

অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন খান বলেন, আমি কারো কাছ থেকে কোন টাকা নিই নি। এ বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। রাশেদুল মেম্বর নাকি আমার নাম করে টাকা নিয়েছে। কয়েকজন আমার কাছে নালিশ করার কারণে আমি জানতে পেরেছি।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুবর্না রানী সাহা বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। মঙ্গলবার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। তদন্তের ফলাফল এলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর অডিটোরিয়ামে নাটক “দহন” মঞ্চায়িত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুজিববর্ষে শতঘন্টা মুজিব চর্চা’র অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সহযোগীতায় নাটক “দহন” মঞ্চায়িত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মুজিবনগর অডিটোরিয়ামে এ নাটক মঞ্চায়ন করা হয়। প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেকের রচনায় এবং সাইদুর রহমানের নির্দেশনায় নাটক “দহন”র বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন আনোয়ার উল

হাসান, আব্দুল মান্নান, মহিদুল ইসলাম মহিদ, মিনারুল ইসলাম, আসাদুজ্জামান লাল্টু, মাহবুবুর রহমান বাবু, সাইদুর রহমান, আব্দুস সালাদ, আসাদুর রহমান প্রমুখ।

এর আগে সূচনা বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

এ সময় স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃধা মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তুষার কুমার পাল, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজুর রহমান, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন উপস্থিত থেকে নাটকটি উপভোগ করেন।

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের অভিযোগে দুই যুবককে গণধোলাই

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় অনৈতিক কাজের সময় স্থানীয়দের হাতে আটক হয়েছে সুজন ও মিনা নামের দুই যুবক। গত সোমবার রাত ৮ টার দিকে নতিডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে মিনা ও আতার ছেলে সুজন মিলে নতিডাঙ্গার মাদ্রাসাপাড়ার মঙ্গলের স্ত্রীর সাথে ফোনে রাত্রী যাপনের জন্য ২৫শত টাকায় চুক্তি করে।

সোমবার রাত ৮ টার দিকে সুজন ও মিনা দুজনে মঙ্গলের স্ত্রীর সাথে অনৈতিক কাজের জন্য বাড়িতে অবস্থানরত এলাকাবাসীর হাতে নাতে আটক হয়।

আটককৃত দুই যুবককে উত্তম-মাধ্যম দিয়ে বাড়াদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান

ও মেম্বারদের উপস্থিতিতে আপোস মিমাংসা করে।

আলমডাঙ্গায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যানার-ফেস্টুন সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাঁটানো ব্যানার-ফেস্টুন, পোস্টার, তোরণ, দেয়াল লিখন ও বিলবোর্ড নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

গত সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ১৯শে জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই-বাছাই শেষে কেউ চাইলে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আলমডাঙ্গা পৌরসভার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত নির্বাচনী কর্মকর্তা তারেক আহমেদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থীতার জন্য মনোনয়নপত্র গ্রহণকারী সবাইকে ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন, তোরণ, দেয়াল লিখন এবং বিল বোর্ডসহ নিজ দায়িত্বে সরিয়ে নেওয়ার জন্য মাইকিং করা হয়েছে।

আজ বুধবার এর মধ্যে সব ধরণের প্রচার-প্রচারণা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

আমঝুপি বাজার কমিটি গঠন

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি বাজারের ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
মো: আজফারুল হক হিরো কে সভাপতি ও মো: সামসুজ্জামান চমন কে সাধারণ সম্পাদক করে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

এই কমিটির অনান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মো: সিরাজুল ইসলাম ও মো: আনোয়ার সাদাত খোকন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম রেজা জুয়েল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম (মীর), কোষাধক্ষ্য মীর দোলন, ক্রীড়া সম্পাদক তারিন মেহেদী (রাজু), সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম (লিটন), দপ্তর সম্পাদক শ্রী উত্তম কুমার কর্মকার।

কমিটির নির্বাহী সদস্যরা হলেন, মো: তরিকুল ইসলাম (তানি), শ্রী অনন্ত শাহা, মো: নাজিম উদ্দিন, শ্রী অশিত কুমার, বাবলুর রহমান, খাইরুল ইসলাম, মো: মনিরুল ইসলাম, ফারুক (ভাই ভাই স্ট্রেশনারী) টিটন, আরিফ টেলিকম, শিশির (ময়ামারী), শিপলু (ফার্মেসী), মঙ্গল কুমার হালদার, কালু (সবজি), সিরাজ (চা), আমজাদ হোসেন (পচা)।

এছাড়াও ৯ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মো: সাইফুল ইসলাম, মো: মোজাম্মেল হক, মো: রায়হানুল ইসলাম, মো: জাকির হোসেন টরী, মো: নাদুরুজ্জামান, মো: আরজ আলী, মো: আব্দুর রাজ্জাক (ফুরু), মো: ওমর ফারুক লিটন।